

ମେପାଲ ରାଯ়ଟୋଥୁରୀ ଲିବେନ୍ଡି

ଶ୍ରୀମତୀ କଣ୍ଠମହାନ୍ତିରାମ

# ମେପାଲ



# শ্রমাণ

A প্রাণ্য বচস্দের জন্ম A

কাহিনী : শ্রীমতী গৌরী মিত্র। চিত্রনাট্য : মুগাঙ্ক খেখর রায়।  
 গীতচর্চা : অঙ্গুল প্রসাদ, কাহী মঞ্জুল ইসলাম। সংগঠনে : লক্ষ্মী পাল।  
 চিরগ্রহণ : বিজয় দে। সম্পাদনা : রাসবিহারী সিনহা। শিল্পনির্দেশনা :  
 গোলী সেন। ক্ষেপণজ্ঞ : মনোজেন রায়। সংকলনজ্ঞ : সদয়লাল। নেপথ্য  
 কঠিনী : প্রসূন বন্দেনাপাধ্যায় ও মহিমা বৰুৱা। পরিচয়লিপি : লিঙ্গেন হৃষিকে।  
 শব্দ পুনরুৎসোজনা ও সংগীত গৃহণ : সতোন চট্টোপাধ্যায় ও বলরাম বাবুই।  
 বাস্তুপানা : বিভাই সরকার, শুভমুহূর্ত। বাস্তুপান বহু। হিরতিগ্রহণ : হৃষিকেও বলাকা। এচার তত্ত্বাবধান :  
 অবৈক দেৱ, পোৰ বাজেটোড়ী, কাহী বাজেটোড়ী। অবকে : ডিজাইন, বিৰামাল, কলাম, পার্সি,  
 ভৰানীপুর ছাইট ছাইট, তৰন বৰাক, অঙ্গুল নাগ, দিলকেন-প্ৰিন্ট। আলোকনির্মাণ : তপস  
 দেৱ, বারমুকুল শাকে, দেৱ দাস, দেৱেজুৰ বৰ দেৱ দেৱ, দেৱেন দাস, দাস, দাস, নিশামুকি,  
 শেকে।। শব্দগ্রহণ : কে, কে, কেৱলী, অবনী চট্টোপাধ্যায় ও বলরাম বাবুই। অধ্যান সংষ্ঠক :  
 হোগীন দে। প্রচার উপস্থিতি ও জনসহযোগ সংস্কৃত ক্রিপকানন।

: সহকারীবৃন্দ :

পরিচয়নাম : বৃক্ষ মুহূর্তৰ, বিশ্বাস চট্টোপাধ্যায়। সুষীত পরিচয়নাম : শৈশেশ রায়।  
 চিরগ্রহণ : শার্দুল সত্ত্ব। সম্পাদনার অভিযন্তা দাস। শিল্পনির্দেশনা : অহ বৰ্মণ। ক্ষেপণজ্ঞ :  
 অবৈক দাস। সংকলনজ্ঞ : তোমাচৰণ চৰ্টচৰ্ট। পরিচয়লিপি : লাট রায়। শব্দগ্রহণ : সুস্থি নাগ,  
 মালিক দে। জাতে : কোষাট দত্ত, শুভ্র বিশ্বেশ বৰ ও বাজীন দেৱ এম. এ. এ। শিল্পনির্দেশনা :  
 মাজো বী, পহেলী জামা, দেৱ নারায়ণ, পোৱা জামা, শুভ্র দত্ত, পাঁচ দাস, কেনা জামা, ছুটামা।  
 তত্ত্বাবধান : অবগ দিবি।

চিরত্বচিত্রণে : স্বপ্নপ্রাণ দেৱী, অলিল চট্টোপাধ্যায়।

রবি ঘোষ (অতিরিক্ত), দীরাজ দাস, অমানিকা নাথা, অংশ মুহূর্তৰ, প্রীপ  
 চৰ্টচৰ্ট, বাজেটী দেৱী (হোট), অসূর চট্টোপাধ্যায়, মোনাম মুখোপাধ্যায়, দেৱেজুৰ নাথা,  
 শৈশেশ চট্টোপাধ্যায়, কাশিন মুখোপাধ্যায়, পুজুজ দেৱ, রদেন কাশি বন্দোপাধ্যায়, বিশ্বা চৰ্টচৰ্ট,

সুব দেৱ, পুরুষ মুহূর্তৰ, বলরাম চট্টোপাধ্যায়, বিশ্ব পাল এবং

আমান সৌম চট্টোপাধ্যায়, ও আরও অনেক।

: কুলজ্ঞানীকার :

শুভ্র নাথ দেৱী, শুভ্র চৰ্টচৰ্ট, দীপক দাস, কামন মিত্র, ডাঃ এচ মুখোপাধ্যায়, চেতুলা বচেন  
 হাটপুর, পুরুষলিঙ্গ বেগুনী, শুভ্র নাথা বিশ্বেশ।  
 ইন্দুশুৰী হৃষিকেত আৰ, আৰ, এ শৰেণ শুভ্র গৃহীত এবং অভিত রায় ও পোৱা মুক্তীৰ তত্ত্বাবধানে  
 ইউনাইটেড সিলে মোহোকেটোক-এ পৰিপুষ্ট।

বিপুলবিবেদনা : সিলে ফিল্ম ডিষ্ট্ৰিবিউটাৰ্স (ক্যালকুল্টা)

৩৩, ম্যাচান স্টুট, কলিকাতা-৭০০০১২ ফোন : ২৩-৮৮১০

# শ্রাবণী



অধ্যাপিকা শ্রী মীরা আৰ ছেট ভাই সহাট ওৱাকে শহুকে নিবে নিঃসন্ধান  
 নামী অফিসৰ অমৰেৰ সাজানো সংস্কাৰ। অবিছিম হৃথ ও ইলিপত শাস্ত্ৰৰ  
 মধ্যালিয়ে ওদেৱ জীৱনৰে আৱো একত বছৰ অভিবাহিত হ'ল। এইই হাকে  
 কথা উচ্চে অমৰ মীরাৰ বিবাহ বাবিলী শাপিৰ আৰোজন নিবে। শুকতে  
 মীরাৰ দোৱ আপত্তি, ছিল অথচ মীরা চায় না বলেই পাটি বৰ্ক ধাকেৰে একথা  
 অভিবেৰ বৰ্ক-বাকিবেৰো যেনে নিতে পাৰল ন। কলে পোড়াগীড়ি শুক হ'ল।  
 মীরাকে অবসেবে মাজী হচ্ছেই হ'লো।

উচ্চপুর অভিজাত অভিধিস্বভ্যাগতদেৱ নিবে একসময় পার্টি মূৰৰ হয়ে  
 উঠল। নাট-গান্দেৱ-সাব চলনো ঝুঁজিবেৰ মো। ছুটোৱা বিশেষ মদেৱ  
 কোৱাৱাৰ। কম্বলৰ মাতলাল হল উপস্থিতি সবল।

সব চাইতে বেশী মাতলামি শুক কৱল অধৰ। ওৱ মদেৱ ওপু অলিদেৱ  
 লুকিয়ে দাকা পুরোনো শৰতান্তো আৰ এককাণ্ডে বিৰেয়ে আসতে চাইল। মদ  
 আৰ দেৱেজুৰ নিবে অতীতেৰ মতে আজৰ অমৰ উচ্চৰূপ হ'ল, উত্তেজিত  
 হল মে মাতলামি কৱছেই।

অমৰেৱ উজ্জ্বলতাৰ চৰম দৃঢ়তে মীরা তথমও কলেকে অ্যাপনায় ব্যাপ।

এদিকে হৃথ থেকে সিলে ছেট ভাই সমূ দৰাজৰ ঈষৎ হাক বিবে এক ক্ষিসিৎ  
 শাপিৰ মজা লুটে শিৰে আবিকা কৱল তাৰ অক্ষে দালাকে। সে শৰাক  
 হয়ে ভাবতে লাগল একজন অপৰিচিত। উত্তিমোবনা মহিলাকে জড়িবে ধৰে  
 তাৰ দামা অমৰ কৱে মাতলামী কৱছে কেন। তবে কি?... ???

না—সমূ আৰ ভাবতে পানেন। সমূত তাৰো বেশ সমূৰ মন থেকে  
 শিল্পে ঘৰাবেৰ আগেই লুকিয়ে পার্টিৰ অন্তৰুতৰণ প্রত্যক্ষ কৱাৰ অপৰাধ কলেক  
 কৰে দেৱি মীরা চোৱে ধৰল। সমূৰ এই অধিগত বৰ্ক কৱে মীরাৰ  
 স্বাভাৱিক হৈয়েৰে চাপি ঘটলো। অপৰাধেৰ কলৰকল সমূকে অৰাবাকিং প্ৰাহাৰ  
 সহ কৱতে হ'ল তাৰই সেহেমী বৌদি (মীরা)-ৰ হাতে।

সময়কে বিছানায় ঘূমগাড়িয়ে রেখে অনিজ্ঞাসহেও মীরা গাঁটির দিকে শা বাড়িনোর আগেই বাড়ীর সমষ্ট আলো হঠাৎ নিনে গেল। কিন্তু কেন?... কেনই বা তা আবার মৃহুর্মের মধ্যে জলে উঠল?...

মীরা ভুগ্ন খামলোনা। পাঁচির মুকুটে মীরার প্রথম নজর পড়লো তার স্থানী অমরের টপুর।

কিন্তু অমরের আজ একি উগ্রত অবস্থা! মীরা ভাবতেও পারেনা অমর এমন কুংসিং ভাবে কোন অপরিচিতকে তার সবল বাহবেষ্টনীর সাথগ্রী করতে পারে।

তবে কি অমরের কাছে মীরার অঙ্গীকৃত অবশিষ্ট মূলাকৃতও ছুরিহে গিয়েছে?

মীরা ভাবতে থাকে সতাই সে এখন কি করবে। তার কি করা উচিত। ভাবনার অন্তরালে মীরা ক্রমশই অগোছালো হাত ধাকে। ঘনের আকাশে দেখা দেব অক্ষরের ঘনটা।

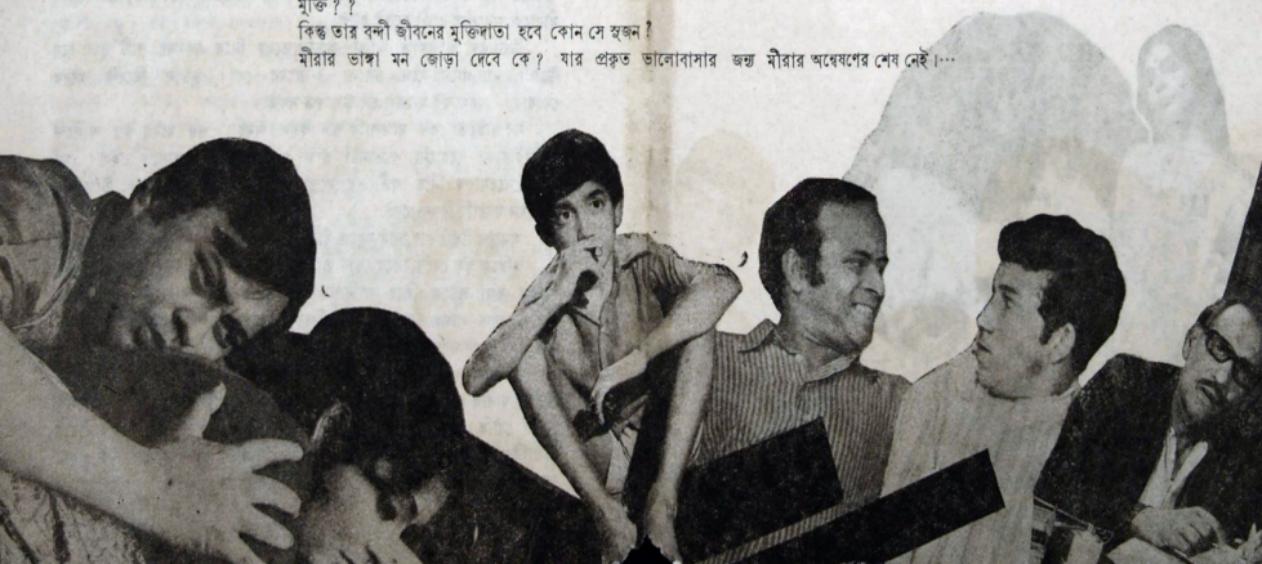
অস্থানিকে সমুদ্র জীবনেও দেখা দিয়েছে আশ্চর্যভূত অবশ্যেন। সুন্দর দেরো ছেলে সমু কুসুমে পড়ে হঠাৎ দৃশ্য পাওতে শুক করেছে, রেসের মাঠে আজ্ঞা জমিয়েছে!... কিন্তু কেন? হঠাৎ সমুর এই অস্থাভাবিক পরিবর্তন?—তার এই পরিবর্তনের জন্য দায়ী কী—এই সমাজ? উদ্দেশ্যীন শিক্ষাব্যবস্থা না কুংসিং পরিবেশ ও পরিজন? তার খবর হবতো কেউ রাখে না। অবশ্য রাখেনি! কিন্তু মীরা তা রাখতে চায়। অচল সমু তখন নামালের বাইরে। বন্ধুর চুরি করা টাইপরাইটারি তার মালিক কে ফিরিয়ে দিতে পিয়ে মিথ্যে চৌর্যবৃত্তি অপরাধে সে তখন হাজৰতে। সে খবর অমর যানেন এমন নয়—কিন্তু তবু কেন সে মীরার অভরণে নিজের একমাত্র ছোট ভাইকে মিথ্যে অপরাধের হাত থেকে মুক্ত করতে নারাজ?... মীরা তা জানে তার সঠিক কারণ হণিশ করতে পেরেও এখনো নিরুপণ কেন?

তাহলে সমু কি হাজৰের চার দেয়াল থেকে মুক্তি পাবেনা?

মুক্তি? ?

কিন্তু তার বন্ধী জীবনের মুক্তিদাতা হবে কোন সে স্থজন?

মীরার ভাঙ্গা ঘন জোড়া দেবে কে? যার প্রকৃত ভালোবাসার জন্য মীরার অব্দেশের শেষ নেই!...



# ମହିତ

( ୧ )

କଥା ଓ ହୃଦ—କାଳୀ ନରଜଳ ।

ତୁମି ଯଦ୍ବ ତାଇ ଦେଇ ସାକି ପିଲ  
ଦେ କି ମୋର ଅପରାଧ !  
ଚାମରେ ଦେଖିଲା କୀମେ କୋରିନି  
ବଲେ ନା ତୋ କିଛି ଟାଇ ।  
ଦେଇ ଦେଇ ଦେଖି ଫୋଟେ ଘରେ କୁଳ  
ଫୁଲ ବଲେ ନା ତୋ ଦେ ଆମର ଭୁଲ ।

ଦେଖ ହେଉ ଥିଲେ ଚାତକିନୀ  
ଦେଖ କରେ ନା ତୋ ପ୍ରତିବାବ ।  
ଜାନି ଫୁରେଇ ପାବେ ନା ତୁ ଓ  
ଅବୁର ହର୍ମୁଣୀ ।  
ଦେଇ ଦେଇ ତାର ଦେବତାକେ  
ଦେଖିଯାଇ ଦେ ଯେ ହୁବୀ ।  
ଦେଖିଲେ ତୋମର ଝଗ ମନୋହର  
ଦେଖିଛି ଏ ଆସି ଓଠେ ମୁଦ୍ରର  
ମିଟିଟେ ମାନ୍ଦ ହେ ଶିଖତମ ମୋର  
ନନ୍ଦରେ ଦେଇ ମାଥ ।

( ୨ )

କଥା ଓ ହୃଦ—ଅତୁଳପ୍ରଦାବ

କେ ଆମର ବାଜାଯ ବିଶୀ ଏ ଆମା କୁଳ ବନେ ;  
ହାତି ମୋର ଉଠିଲ ବାପି ଚରଣେ ଦେଇ ବଳେ !  
କୋରେଲା ଡାକଳ ଆମାର, ସମ୍ମାନ ଲାଗଲ ଜୋହାର ;  
କେ ତୁମି ଆମିଲେ ଜଳ ଭର ମୋର ହଇ ନଥାନେ ?  
ଆଜି ମୋର ଶୁଷ୍ଟ ଡାଳା, କି ଦିଲେ ଗୀଥବ ମାଳା ;  
କେନ ଏହି ନିଟିର ଦେଲା ଦେଲିଲେ ଆମାର ସମେ !  
ହୟ ତୁମି ଧାମା ଓ ବିଶୀ, ନୟ ଆମାର ଲାଗେ ଆସି—  
ଫରେତେ ପରବାନୀ ଥାକିଲେ ଆର ପାରିଲେ !



ନେପାଲ ରାୟଚୌଧୁରୀ ବିବେଦିତ

ପରବତୀ ଛବି...

★  
ମୈରୋଦ ଚୌଧୁରୀର

ଚାମେଲୀ ମେମଜା ବ୍



ଜନପ୍ରିୟ

ଶିଳ୍ପୀ

ସମସ୍ତଙ୍କେ

ନିର୍ମାଣ !

---

ସିନେ ଫିଲ୍ ଡିଟ୍ରିବିଡ଼ାର୍ ( କ୍ଯାଲକଟା ) -ର ପ୍ରଚାର ଦସ୍ତର ଥେକେ ପ୍ରକାଶିତ ।  
ମୁଦ୍ରନ : ଶାଶନାଲ ଆର୍ଟ ପ୍ରେସ, କଲିକାତା-୧୩ ।

ସମ୍ପାଦନା ଓ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନା : ଶ୍ରୀପଞ୍ଚାନନ୍ଦ ।